সময়ের মুখোমুখি

শিকদার মো. নুরুল মোমেন

তনুজা অফিসে যাওয়ার জন্য ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রেডি হচ্ছে। কামিজের রঙের সাথে মিলিয়ে টিপের পাতা থেকে বেগুনী রঙের একটি টিপ তুলে আঙুলের ডগায় নেয়। কপালের কাছে টিপটি নিয়েও ফিরিয়ে আনে। কপালের টিপ তার সৌন্দর্যের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, শুনতে হয় নানা মন্তব্য। জিএম শফিক রেজা রুমে ডেকে কামুক হেসে বলবে, তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে। বেশ কজন কলিগের বিরূপ কমেন্টস এক বছর ধরে শুনতে কান সহা হয়ে গেছে, তারপরও টিপটি কলাপে না পরে ড্রেসিং টেবিলের ফ্রেমে লাগিয়ে রাখে।

আয়নায় শ্যামলা বর্ণের বাড়তি মেদহীন সাতাশ বছরের দেহের মানুষটিকে দেখে তনুজার দুচোখ জুড়িয়ে যায়। আরিফ আশরাফ এই রূপ বর্ণনা করে অনেক কবিতা লিখে তার সহপাঠীটির মন জয় করে নিয়েছে। তার লেখা কবিতা কলেজ জীবনের দিনগুলোর মত প্রতিদিন অফিসের কাজের ফাঁকে পড়ে তনুজা। মনোযোগী পাঠিকা হয়ে প্রতিটি কবিতার মানে বোঝার চেষ্টা করে। প্রেমিকা তনুকে নিয়ে কবির লেখা কবিতাগুলো পড়ার সময় গর্বে মন ফুলে ফেঁপে ওঠে। বিষণ্ণ মনও ভাল হয়ে যায়। আরিফ তার অনার্স পড়ার সময়ের বন্ধু, সেই থেকে ধীরে ধীরে দুজনায় মন দেয়া-নেয়া শুরু হয়। তারা বর্তমানে একই অফিসে চাকরি করার পাশাপাশি একটি সুখের সংসার গড়ার জন্য দিন গুনছে। মায়ের দ্বিতীয় দফার তাগাদা শোনা যায়, তনু নাস্তা খেয়ে নে মা। তনুজাকে প্রতিদিন সাতাশ কিলোমিটার দূরের মতিঝিল যেয়ে নয়টা-পাঁচটা অফিস করতে হয়। তার বাবা তাহের সরকার মারা গেছে দশ বছর আগে। দুই বেড ও ড্রয়িং কাম ড্রাইনিং রুমের বাড়িটি ছাড়া সে পরিবারের জন্য অন্য কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারেনি। স্বামীর রেখে যাওয়া বাড়িটি নাজমা বেগম ছাড়তে নারাজ। এখন দুই সদস্যার এই সংসারটি মেয়ের রোজগারে চলে। মাকে বলে তড়িঘড়ি করে বাসা থেকে বের হয় তনুজা। কাউন্টার সার্ভিসের বাস যথাসময়ে মিলে না, তারপর রাস্তার জ্যামের কারণে অফিসে পৌঁছতে এক ঘন্টা দেরি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ম্যানেজার এডমিন এটেনডেইন্স রেজিস্টার নিজের রুমে নিয়ে গেছে। যাদের দেরি হয়েছে তাদের এটেনডেইন্স ঘরে লেটের 'এল' লিখে রাখে। আরিফ নয়টা বিশে অফিসে ঢুকেও লেট মার্ক পাওয়াসহ ম্যানেজারের লম্বা বক্তৃতা শুনেছে। তনুজা ম্যানেজারের রুমে গেলে জামান সাহেব একগাল হেসে এটেনডেইন্স রেজিস্টার এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনার নামের ঘরে কিছু লিখিনি। নিন এবার সাইন করুন।

দুই

টিএইচ গ্রুপের হেড অফিস বেশ সাজানো গোছানো। মেইন গেইট খুলে ঢোকার পর সুসজ্জিত ও চকচকে ফ্রন্ট ডেক্স চোখে পড়ে। পাঁচ হাজার বর্গফুট স্পেসের ফ্লোরটির তিন পাশ এমডিসহ কর্মকর্তাদের জন্য ফুল কেবিন করা। পুরো ফ্লোর ইনডোর প্ল্যান্টে সাজানো। বুক পর্যন্ত থাই গ্লাসে ঘেরা কেবিনে বসে কাজ করে মাঝারি গোছের কর্মকর্তারা। তনুজা এমডির রুমের লাগোয়া কেবিনে।

টানা দুই ঘন্টা ফাইলগুলোর উপর কাজ করে তনুজা বেশ ক্লান্ত। কাজে বিরতি দিয়ে আরিফের কাছে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। ওখানে গেলে হবু শাশুড়ির অসুস্থতার খোঁজ খবর নিতে পারবে, পাশাপাশি আরিফকে চোখে দেখার খিদেটাও মিটবে।

আরিফের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসতে না বসতে এমএলএসএস মতিন এসে সামনে দাঁড়ায়, ম্যাডাম শিবেন্দু স্যার আপনারে সালাম দিচ্ছে। আরিফ হাসে, যান ম্যাডাম, ম্যানেজার একাউন্টসে আপনাকে ডেকেছেন। তনুজা চোখে মুখে বিরক্তি নিয়ে উঠে যায়। সালাম দিয়ে ম্যানাজারের রুমে ঢোকে।

কাজ কর্ম কেমন চলছে?

জি স্যার ভাল।

শুধু ভাল হলে চলবে না। খুব ভাল হতে হবে।

চেষ্টা করছি।

আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

তনুজা চেয়ার টেনে বসে। শিবেন্দু কলিংবেল চাপতেই এমএলএসএস আক্কাস এসে হাজির হয়।

এখানে দুই কাপ চা দাও। তনুজার চায়ের তৃষ্ণা আছে, কিন্তু তা আরিফের টেবিলে বসে পান করার ইচ্ছে ছিল।

আপনার বাসায় কে কে আছে?

মা আর আমি।

আর কেউ নেই?

না। দুই ভাইয়ার মধ্যে বড় ভাইয়া কানাডায় মন্ট্রিয়লে সেটেল্ড আর ছোট ভাইয়া গুলশানে থাকেন।

আপনার শাভার থেকে মতিঝিলে আসতে অনেক কষ্ট হয়?
স্যার, চাকরি করতে হলে কষ্ট তো হবেই।
তা ঠিক বলেছেন। শিবেন্দু প্রসঙ্গ বদলায়, তনুজা, আপনার স্যালারি বাড়াতে আমি এমডি সাহেবের সাথে কথা বলেছি।
থ্যাঙ্কস্ স্যার।

তিনি

টিভি চ্যানেল স্টার প্ল্যাসের সিরিয়ালক্রমে বিরতি দিয়ে খেতে বসে মা ও মেয়ে। খাওয়া-দাওয়া শেষে তাদের লম্বা সময় জুড়ে আবার হিন্দি সিরিয়াল দেখা ও আড্ডা চলে। শোওয়ার সময় তনুজার সঙ্গী হয় প্রিয় কোন লেখকের বই। আনিসুল হক-এর 'নির্বাচিত হাসির গল্প' বইটি নিয়ে বিছানায় যায়, সেলফোনের মিউজিক পেয়ারে সবচেয়ে প্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীতটি প্লে করে। ইন্দ্রাণী সেনের কণ্ঠের সাথে গুনগুনিয়ে সেও গায়, আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তাই গো...

স্বপ্ন দখল করে রেখেছে তনুজার দুচোখ। অনেক দিন ধরে প্রেমিকের সাথে মন খুলে কথা বলতে না পারায় আফসোস হচ্ছে। অফিস থেকে পাঁচটায় ছুটি মিললেও আরিফের একাউন্টস মেলাতে রাত আটটা-সাড়ে আটা বেজে যায়। তার জন্য অফিসে এত সময় অপেক্ষা করা যায় না, আবার একা বের হতেও ভাল লাগে না। বাসায় ফিরে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত মায়ের সেবায় ব্যস্ত থাকে, তখন সেলফোনে বেশি কথা বলা যায় না। বিয়ে হয়ে গেলে শাশুড়ি মায়ের সেবা করা যাবে, একথা ভাবার সময় নিজের মায়ের চিন্তা মনকে নেড়ে যায়। স্বপ্নময় মনে ভেসে বেড়াতে থাকে যত্তসব এলোমেলো ভাবনা। বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হয়, চাকরি-বাকরি করতেও মন চায় না। সবার চোখের দৃষ্টি একই, কেবল এই প্রতিষ্ঠান বলে কথা নয়। আগের দুটি চাকরি ছেড়েছে বসদের বদমাইশির কারণে। তবে প্রথম প্রাইভেট লিমিটেডের কথা কখনো ভুলতে পারবে না। সবাই অনেক ভাল ছিল। এমডি স্যার তাকে বাবার দৃষ্টিতে দেখতেন। তার ছেলেরা ডিরেক্টর ছিল, কেউ কোনদিন খারাপ আচরণ করেনি। সেই ভালটা কপালে বেশিদিন সইল না। প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দিনে দিনে এতই খারাপ হল, প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। শেষ কর্মকর্তা হিসাবে চাকরিটা নিজেই ছেড়ে আসে। ছয় মাস বেকার থাকার পর এমডি-র সহকারি পদে ভাল বেতনের এই চাকরিটা মিলে যায়। বেকার আরিফকে এই অফিসে একাউন্টেন্ট হিসেবে ঢোকাতে অনেক প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। প্রিয় মানুষটির সাথে সংসার পাতার চিন্তা তাকে ফের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে। কল্পনার তীব্রতা কুমারী মনকে শিহরিত করে তোলে, যৌবন শরীরকে নাড়িয়ে যায়।

রাতের বয়স বাড়তে থাকে। তনুজার চোখে ঘুম ধরা দেয় না। জানালা দিয়ে দেখা যাওয়া পরিষ্কার রূপালী চাঁদের সাথে জেগে স্বপ্নময় সময় কাটতে থাকে।

চার

থাইল্যান্ডের সি ব্যাংকক কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজের বেশ কয়েকটি কসমেটিকস আইটেম এদেশে মার্কেটিং করবে টিএইচ গ্রুপ। ফরেন ডেলিগেটরা এগ্রিমেন্ট করতে ঢাকায় আসবে, ব্যস্ত সময় কাটছে প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার তারের হাসানের। বাপ-দাদার ব্যবসা ধরেই সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সুদর্শন এই ব্যবসায়ী পড়াশোনায় বেশি দূর এগোতে পারেনি। ছাত্র জীবন থেকে নতুন নতুন গার্লফ্রেন্ডের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ানো তার নেশা। বিছানাসঙ্গী করতে দুহাত খুলে বান্ধবীদের পেছনে অর্থ ব্যয় করে। কার্য সিদ্ধি হয়ে গেলে আবার নতুন মেয়ের খোঁজে নামে। বদঅভ্যাসগুলো তাড়াতে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে দেয় বাবা নজিব হাসান। রূপে গুণে অপরূপা তামান্না চৌধুরিকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েও মধ্যত্রিশ বয়সী মানুষটির স্বভাব-চরিত্র বদলায়নি। সদ্য এমবিবিএস পাশ করা মেয়েটি এখন তামান্না তারেক নামে সুখী এক নারী। বিস্তর অভিজ্ঞতার কারণে তারেক হাসান কোন মেয়ের সাথে প্রথম আলাপেই বলে দিতে পারে মেয়েটি কীসে পটবে, কেবল তনুজার বেলায় ব্যতিক্রম পায়।

ইদানীং বিভিন্ন ব্যাংকের কাজকর্ম করতে করতে দিন শেষ হচ্ছে আরিফের, অফিসে বসার তেমন সুযোগ মিলে না। জরুরি আলাপের জন্য তনুজা মনে মনে খুঁজছে তাকে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অস্থিরচিত্তে তনুজার সময় কাটছে। আমাদের বিয়ে নিয়ে এখন আরিফ কী ভাবছে? এ ব্যাপারে ফোনে কথা বলার চেয়ে মুখোমুখি হয়ে আলাপ হলে ভাল হবে।

সহকারি কর্মকর্তা তনুজাকে রুমে ডাকে এমডি সাহেব। হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলে সে ল্যান্ড ফোনের কল রিসিভ করে, একের পর এক আসা কল রিসিভ করে কথা বলতে হচ্ছে। ফোনে একটানা কথা বলার ধৈর্য দেখে অবাক হয় তনুজা। আমি একটি জরুরি মিটিংয়ে বসবো। পরে আপনার সাথে কথা হবে, তারেক আলাপ সংক্ষিপ্ত করে ফোন ছাড়ে। ফোনের রিসিভার ছেড়েই সরি বলে সে বলতে শুরু করে, আপনার উপর আমার

অনেক ভরসা। সে কারণেই আপাকে একটু বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। প্রতিনিয়ত এরকম উৎসাহমূলক কথাবার্তা বলার জন্যই স্যারকে তনুজার খুব ভাল লাগে। দায়িত্ব নিতে সে ত্বরিৎ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। এমডি প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রডেক্ট সম্পর্কে ডিটেইলে ব্যাখ্যা করে। আমাদের এই টানিং পয়েন্টটি খুব সিনসিয়ারলি হ্যান্ডেল করতে হবে, এমডির গলায় অনুরোধের সুর।

ডেলিগেটদের রিসিভ করা থেকে মিটিং ও পার্টি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই লম্বা সময় আপনাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে; স্যারের কথাটি মাথায় ঢোকানোর পর থেকে তনুজার অস্থিরতা শুরু হয়। অফিসের কনফারেন্স রুমে হাই অফিসিয়ালদের মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিয়ে তনুজা ল্যাপটপের সামনে কাজ করতে বসে যায়।

পাঁচ

শুক্রুবারে খুব আলসেমি লাগে, কোথাও বের হতে ইচ্ছে করে না। গত কদিনের পরিশ্রম ও উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের কথা ভেবে দ্রুত আলসেমি তাড়ায়। আজকের প্রোগ্রামে আরিফকে চমকে দেওয়ার জন্য নিজেকে কার্পণ্যহীন ভাবে সাজাতে উদ্যোগী হয়। পড়ন্ত দুপুরে পছন্দের শাড়িগুলো একের পর এক গায়ে ধরে নিজেকে আয়নায় দেখে অবশেষে লাল রঙের ঢাকাই জামদানী পরার সিদ্ধান্ত নেয়। কান, গলা ও হাতের জন্য ইমিটেশনের গয়না ম্যাচিং করে আলাদা সরিয়ে রাখে।

দৈনিক পত্রিকা নিতে নাজমা বেগম মেয়ের রুমে আসে। মেয়ের সাজার মহা প্রস্তুতি দেখে জিজ্ঞেস করে, কোথাও যাবি?
ভুলে গেলে আম্মা! বিদেশ থেকে আসা মেহমানদের সাথে আজ আমাদের মিটিং ও পার্টি আছে।
কখন বের হবি মা?
সন্ধ্যা থেকে প্রোগ্রাম শুরু। এমডি স্যার গাড়ি পাঠাবে।
কখন ফিরবি?

তুমি চিন্তা করো না। অনুষ্ঠান শেষ হলে চলে আসবো। তোমার রাতের ওষুধটা আলাদা করে রেখে যাচ্ছি, বলে নিজ রুমে থাকা মায়ের ওষুদের বক্সে হাত দেয়। ব্যস্ত কণ্ঠ তনুজার, সেলফোনে তোমাকে সব জানাবো। হাসির মা সন্ধ্যায় কাজ করতে এলে তাকে যেতে দিয়ো না, রাতে তোমার কাছে থাকতে বলবে।
তুই রাতে ফিরবি না? মায়ের কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা।

বেশি রাত হয়ে গেলেতো ফিরতে পারবো না। তাছাড়া ফাইভ স্টারে আমাদের থাকার এরেঞ্জ করা হয়েছে। তারপরও আমি স্যারকে তার গাড়ি দিয়ে আমাকে পৌঁছে দিতে রিকোয়েস্ট করবো।

ঠিক আছে মা দেখে শুনে যাস, মেয়ের পরিশ্রম দেখে মায়ের কষ্ট হয়।

তারেক হাসান গাড়ি পাঠিয়েছে বিশ-পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। এত সাজাসাজির পরও পুরোপুরি তৃপ্তি আসে না যৌবনা মনে। মা-র রুম থেকে বিদায় নিয়ে বের হওয়ার সময় পেন্সিল হিলে শাড়ি আটকে হোঁচট খায়। মা অস্থির হয়, একটু বসে যা মা। তনুজা স্থির হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক আছে মা।

ছয়

তনুজাকে রাজধানীর খ্যাতনামা ফাইভ স্টার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার চলে যায়। এমডি তাকে দেখে বলে, তনুজা অনেক দেরী করে ফেলেছেন। এমডি সাদা রঙের শার্ট পরেছে। ম্যাচিং ও গার্জিয়াস টাই, ডিপ নেভী ব্লু রঙের ব্লেজার গায়ে ফর্সা বর্ণকে আরো উজ্জ্বল করেছে। দৃষ্টিনন্দন হেয়ার স্টাইল, গা থেকে বের হচ্ছে সুমিষ্ট পারফিউমের গন্ধ, তার ড্রেস আপ মুগ্ধ করে তনুজাকে। এমডির পথ অনুসরণ করে সে কনফারেন্স রুমে পৌঁছায়। শফিক রেজা, শিবেন্দু ও জামান সাহেবসব অফিসের সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা হয়, আলাপ হয়। তনুজাকে দেখে সবার চোখ বিস্ময়ে কপালে ওঠে।

তারেক তার সহকারীকে স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এমডি দম্পতির নজরকাড়া সৌন্দর্য তনুজার ভাল লাগে; মনে মনে ভাবে, তারা নিশ্চয় অনেক সুখী। ব্যস্ত তারেক অন্যত্র চলে গেলেন দুজন মেয়ের আড্ডা জমে ওঠে। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে তার মন আরিফকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যার জন্য এত সেজে আসা তার দেখাই মিলছে না, প্রশংসা শোনাতো দূরের কথা! তারপরও আরিফের ব্যাপারে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারছে না।
এমডি সাহেব জি এম শফির রেজাকে নিয়ে তনুজার কাছে আসে। তনুজা ওঠে দাঁড়ায়, সরি ভাবী আমার একটু কাজ এখনো বাকী আছে, সেটা এখন শেষ করতে হবে। তামান্না সম্মতি দেয়। রেজার কাছ থেকে ফাইলগুলো

নিয়ে এমডি বলে, প্লিজ তনুজা রি-চেকটা কেয়ারফুলি করবেন। এগুলো এগ্রিমেন্ট সাইনিংয়ের সময় লাগবে। ফাইলগুলো নিয়ে তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে। রেজার সেলফোন বাজলে একটু দূরে যেয়ে কলটি রিসিভ করে। তারেক এই ফাঁকে বেজারের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করে। খামটা তনুজার দিকে এগিয়ে দেয়, এখানে তিনশো দুই নম্বর রুমের ডোর কি আছে। সব কিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে টায়ার্ড লাগলে রুমে গিয়ে রেস্ট নিতে পারবেন। আর নাইট স্টে করার পরিস্থিতি হলে অবশ্যই আপনার আম্মাকে জানিয়ে দিবেন, নইলে উনি টেনশনে থাকবেন। তনুজা হাত বাড়িয়ে খামটা নেয়, ঠিক আছে স্যার।

বরং আপনি এখনই রুমে চলে যান। ঠান্ডা মাথায় পেপারগুলো রিভিউ করে আমাকে কনফার্ম করুন।
ওকে স্যার।

সাত

তনুজা খামের ভেতরের ক্রেডিট-ডেবিট কার্ডের মত কার্ডটি নিয়ে রুমের দিকে যেতে থাকে। কার্ডটি দিয়ে ডোরের নির্দেশিত জায়গায় প্রেস করতেই রুমের লক খুলে যায়, রুমে ঢোকার পর রুমের ডোর অটোলক হয়ে যায়। বিশাল রুমে সুসজ্জিত ডবল বেড। টেম্পারেচার এডজাস্টেবল মেশিনে রুমের তাপমাত্রা দেখাচ্ছে বাইশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সোফার সামনের টি টেবিলে দেশের নামকরা দুই-তিনটি ইংলিশ নিউজপেপার। বেডের সাইড টেবিলে দুটি লোনসেট। রুমের এক কোণ সাজানো রিডিং টেবিল, রিভিলভিং চেয়ার ও দৃষ্টিনন্দন টেবিল ল্যাম্প দিয়ে। কারুকার্য সম্বলিত বক্সে টিভি রাখা। রুমটির প্রবেশ পথের ডানপাশের দেয়াল এটাচড্ আলমিরাটা ব্যবহার্য সরঞ্জামে পরিপূর্ণ। রুমের আরেকপাশ পুরোটা পর্দার সাজ-সজ্জায় সেজে আছে, পর্দা সরাতেই তনুজা কাঁচের ওপারে ব্যস্ত ঢাকাকে দেখতে পায়। গাড়িগুলো ছুটে চলেছে নিজ নিজ গন্তব্যে। টয়েলেটে ফিটিংস অত্যাধুনিক, বাথটাবসহ যাবতীয় প্রসাধনী পণ্যে সাজানো। রুমের মিনিবারটি রকমারি বিস্কিট, চিপসসহ বিদেশি বিয়ার - এলকোহলে ভরা। তৈলচিত্র টানানো আছে অন্য দেয়ালে। ফাইভ স্টার হোটেলের ভেতরের সৌন্দর্য উপভোগের অভিজ্ঞতা তার প্রথম, এরকম শৈল্পিক সাজানো পরিবেশ তার মনকে মুগ্ধ করে। তনুজা রিডিং টেবিল ও রিভলভিং চেয়ারে বসে কাগজগুলো দেখতে শুরু করে। বেশ চিন্তায় আছে, ঠিকমত সব করতে পারবো তো? চেকিং কমপ্লিট হলে এমডিকে ফোন দেয়। নিজের কনফিডেন্স বৃদ্ধি পায়, হ্যাঁ আমি পারবো। এবার আরিফকে নিজের সেলফোন থেকে ফোন দেয়। আরিফের ফোন বন্ধ পায়। অন্য কোন নম্বর তার জানা নেই। বার বার ট্রাই করতে থাকে।

এগ্রিমেন্ট সাইন হয়, বেশ সময় নিয়ে ফটোসেশন চলে। সব ঠিকঠাক মত শেষ হলে ভয়ে ভয়ে থাকা তনুজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ডিনার শুরু হয়। আরিফের অনুপস্থিতির কারণে কিছুতেই তার ভাল লাগছে না। বাসায় চলে যাওয়ার ইচ্ছায় হাতের ঘড়িতে চোখ রাখে। সাড়ে দশটা! সময় দেখে চোখ কপালে চড়ে, এখনতো সাভারগামী কোন ডিরেক্ট বাস পাব না! এমডি সাহবকে ফোন দেয়, তার সেলফোনের সুইচ অফ পায়। তনুজা ক্লান্তি আর টেনশন থেকে মুক্তি পেতে সোজা রুমে চলে যায়। মাকে ফোন দেয়, আম্মা রাতে ফিরতে পারবো না। মনে হচ্ছে এখানেই নাইট স্টে করতে হবে। টেনশন ভরা এই মুহূর্তে শিবেন্দুর ফোন আসে, অনেক কষ্টে একটা ক্যাব জোগাড় করতে পেয়েছি। চলুন, একসাথে যাই।

তনুজা চুপ।
সে আবার বলতে থাকে, এত রাতে কিছুই পাবেন না। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বাসায় ফিরতে চাচ্ছিলাম।
তনুজা জানতে চায়, পার্টি কেমন এনজয় করলেন?
আরে ভাই কামলাদের আবার পার্টি। এমডির কাজ ছিল, করিয়ে নিয়েছে।
শিবেন্দুর কথা শুনতে ভাল লাগছে না। ফোনের ওপার থেকে প্রশ্ন আসে, আপনি এখন কোথায়?
মেয়েটি মিথ্যে বলে, এই তো বাসায় পৌঁছলাম মাত্র।
ফোনে নিরাশ কণ্ঠ শোনা যায়, ওকে, তাহলে রাখছি। ভাল থাকেন। বাই।

তনুজা সোফায় হেলান দিয়ে আয়েশীভাবে বসে, মনে একটুও স্বস্তি মিলছে না। রিমোট দিয়ে একের পর এক টিভির চ্যানেল বদলাতে থাকে; কোনটিতে মনকে স্থির করতে পারছে না, সবকিছু ধোয়াটে লাগছে। আশায় বুক বেঁধে আরিফকে আবার ফোন করে, এবার তাকে পেয়ে যায়। তনুজার কণ্ঠে অভিযোগ, তোমার ফোন বন্ধ ছিল কেন? খালাম্মার শরীর ভালতো? আরিফ কোনটির উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রোগ্রাম কেমন হল?
ভাল, তনুজা বলে, তোমার সাথে জরুরি কথা আছে।

এখন বলবে?
তোমার সময় হবে?
মা ঘুমিয়ে পড়ায় ফ্রি আছি, এখন বলতে পার।
তুমি আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কি ভাবছো?
অনেক কিছুই ভেবে রেখেছিলাম, তবে ইদানিং তেমন কিছু ভাবি না।
কেন?
আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়। মা'র শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।
রানার এখনো স্কুল জীবনই শেষ হয়নি, এ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে স্বার্থপরের মত কিছু ভাবতে পারছি না।
এগুলো আমি জানি, নিজেকে কেন স্বার্থপর বলছো? তনুজা অবাক হওয়া কণ্ঠে বলে।
আমি জানি, তুমি এমনই বলবে। আরেকটা ব্যাপারও আমার মাথায় ঘোরপাক খাচ্ছে।
সেটা আবার কী?

তোমাকে বিয়ে করলে আমার চাকুরি থাকবে না, তোমারটাও টেঁকানো কষ্ট হয়ে যাবে।
কেন? বলে সে থামে। সাহসী হয়ে আবার বলতে শুরু করে, না থাকলে আমরা অন্য কোথাও চাকুরি খুঁজে নেব।
বেকারত্বের যন্ত্রণা এত সহজে ভুলে গেলে?
ভুলিনি, মনের অদম্য জোরে বলছি।
ঐ পরিস্থিতিতে এ শক্তি কোন কাজে আসবে না।
তাহলে তুমি কী করতে চাইছো?

তোমাকে আমার ভাগ্যের সাথে জড়িয়ে কষ্ট দিতে চাই না। কেন আমার জীবনের সাথে জড়িয়ে তোমার জীবন নষ্ট করতে চাইছো?

দ্যাখো, আরিফ সোজাসুজি বল। এত পেঁচিয়ে বলছো কেন?

তনু আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো না আমি একটু বুঝতে পারছি যে, তোমাকে অন্ধের মত ভালবেসে ভুল করেছি। এমন ছিল মনে তবে কেন স্বপ্ন দেখিয়েছ? তনুজার দুচোখে জলে ভরে ওঠে। সেলফোনের লাইন কেটে যায়, সে বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত?

তনুজা নিজের ভেতর ধৈর্য ধারণের শক্তি যোগাতে থাকে, দ্রুত সকাল হওয়ার প্রার্থনা করে। অফিস খোলার সময় ও আরিফকে মুখোমুখি পাওয়ার জন্য তার মন অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে।

আট

মৃদু শব্দ শুনে চমকে উঠে দৃষ্টি তোলে তনুজা। খোলা দরজায় তারেক হাসানকে দাঁড়ানো দেখে তনুজা ক্লিপ খোলা শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়, স্যার আপনি! তার হাসোজ্জ্বল মুখ, তনুজা, আপনার ভাবী বাসায় চলে গেছে। আমাদের এখানে রাত কাটানোর কথা সে অবশ্য জেনে গেছে।

তনুজার জগৎ ঘুরতে থাকে। এসির শীতল দাপটও হার মানে, ভাবনায় শুধু সর্ষে ফুল দেখতে পায়। দেখুন মিস্ আপনার এখানে থাকার কথা কেউ জানে না। অবশ্য রেজা সাহেব আপনার খোঁজ করছিল। তখন আমি তাকে আপনার চলে যাওয়ার কথা বলে দিয়েছি।

মধ্যবিত্তের ঠুনকো মান রাখার কথা তনুজা ভুলে যেতে পারেনি। তার মনে লালিত বিষয়গুলো ক্রমে ক্রমে ভুল মনে হতে থাকে।